২.২.৪ মানাবাদ (The Doctrine of Mana)

মেলানেশিয় উপজাতীয় ভাষায় ব্যবহৃত 'মানা' শব্দটির অর্থ এক নৈর্ব্যক্তিক রহস্যময় শক্তি। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে বিশপ Codrington তাঁর *The Melanesians* নামে ইংরেজি গ্রন্থে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। বিশপ Codrington 'মানা'র সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন যে, মানা হল "a force altogether distinct from physical power, which acts in all kinds of ways for good and evil, and which it is of the greatest advantage to possess or control"। প্রাণবাদী বিশ্বাসেরও পূর্ববর্তী কোন স্তরে মানায় বিশ্বাস থেকেই ধীরে ধীরে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল বলে সাম্প্রতিক নৃতত্ত্ববাদীরা মনে করেন। বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যেও অনুরূপ শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় যেসব জনগোষ্ঠীর বাস বহু ব্যবধানপূর্ণ দূর দূর অঞ্চলে ঃ যেমন উত্তর আমেরিকার অ্যালগঙ্কুইন উপজাতিরা বলে মানিতাউ (Manitou), ইরোক্যুয়ি উপজাতিরা বলে ওরেন্দা (Orenda), সিয়স্করা বলে ওয়াকোন্ডা (Wakonda) ইত্যাদি। নৃতাত্ত্বিকরা মানা শব্দটিকে এদের প্রতিনিধি স্থানীয় বলে গ্রহণ করেছেন। নৃতাত্ত্বিকদের এই মতের কারণ হল ধর্ম বিশ্বাসের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি অস্পষ্ট আকারে হলেও এতে বর্তমান।

মানা হল এক বা একাধিক অতীন্দ্রিয় শক্তি যা অপ্রত্যাশিত বা অতিলৌকিক আচরণের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে। এর প্রকাশের মাধ্যম দেখতে অদ্ভুত কোন বস্তু। মানাকে রহস্যময় বা ঐন্দ্রজালিক শক্তি বলা যেতে পারে অর্থাৎ, তা প্রাকৃতিক শক্তি নয়, তবে তাকে ব্যক্তিগত বা নৈর্ব্যক্তিক কোনটাই বলা চলে না। বিশ্বের সমগ্র শক্তির আধার হল মানা। মানা যতটা ভৌতিক (Physical) তার চেয়ে বেশি আত্মিক (Psychical)। মানুষ তাকে শুভ অথবা অশুভ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারে। যে কোনো অভাবিত সাফল্যের মূলেই আছে মানার শক্তি। যেমন যোদ্ধা যখন যুদ্ধে জয়লাভ করত তখন তারা বিশ্বাস করত যে, কোন আত্মার মানা অথবা মৃত কোন যোদ্ধার মানা বা তার দেওয়া কোন তাবিজ, কবচ বা মাদুলি ধারণ করে যোদ্ধা সেই সাফল্য অর্জন করেছিল। মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারাও সফলতা লাভ করা যায়। কারণ, তার মধ্যেও রয়েছে মানার শক্তি। মানার জন্যই ডোঙ্গায় গতি সঞ্চার হয়, সুবাতাস বয়, শত্রুর উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত তীর লক্ষ্য ভেদ করে। টোটেম প্রাণীকে

Scanned by CamScanner

যে পবিত্র মনে করা হয় তার কারণ তার মধ্যে মানা আছে, বিশেষ উপলক্ষে টোটেম প্রাণীকে হত্যা করে খাওয়ার অনুষ্ঠানের কারণও হল তার মানাকে নিজের মধ্যে ধারণ করার ইচ্ছা।

সাম্প্রতিক সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতত্ত্ববিদদের রচনা থেকে এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মানা নিরুত্তাপ আবেগশূন্য কল্পনা নয়। ধর্মীয় চেতনায় যেমন চিন্তা, বিশ্বাস, আবেগ, অনুভূতি ও আচরণ থাকে, মানায় বিশ্বাসের মধ্যেও রয়েছে ওইসব মানবিক অনুভূতির অনবদ্য সংমিশ্রণ। মানায় বিশ্বাসের পূর্ববর্তী সরলতর কোন মানসিক প্রবণতার সন্ধান নৃতত্ত্ববাদীরা এখনো পাননি। তার ফলে মানায় বিশ্বাসকেই তাঁরা ধর্মের আদিরূপ বলে দাবি করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তা প্রাণবাদী প্রবণতার পূর্ববর্তী স্তর। মানার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ধর্ম ও ইন্দ্রজালের আবির্ভাবের সূত্র। মানার সঙ্গে যুক্ত ট্যাবুর (Taboo) ধারণা মিলিয়ে ধর্মের সদর্থক ও নঞর্থক দুই দিকের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে কোন ধর্মে অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস এবং ও সেই শক্তির কৃপা লাভের জন্য নানা আচরণবিধি থাকে। মানার শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য অবশ্য পালনীয় বিধিগুলি হল তার সদর্থক দিক এবং তা রুদ্ধ হয় এমন ক্রিয়াকলাপের নিষেধ (Taboo) হল নঞর্থক দিক। ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে স্পষ্ট মিল থাকায় নৃতাত্ত্বিকরা মানাকেই ধর্মের আদিরূপ বলে অনুমান করেছেন। আর একটু স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, জগতের বিভিন্ন বস্তু ও ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে জগতের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক শক্তির অস্তিত্বের ধারণা আদিম মানুষের মনে অস্পষ্টভাবে জেগে ওঠে। ধর্ম হল জীবনের প্রয়োজনে সেইসব শক্তির সদর্থক (মানা) ও নঞর্থক (টাবু) দিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার প্রচেষ্টা।

Scanned by CamScanner